বিদেশী স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার নিচ্ছে বিকাশ

প্রযুক্তি ও সেবার মানোন্নয়নে বিদেশী স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশের সবচেয়ে বড় মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডার বিকাশ লিমিটেড। ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেডের সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানটি এরই মধ্যে স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারের কাছে কিছু শেয়ার বিক্রির পরিকল্পনার একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করেছে। অবশ্য এখনো এ বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মাধ্যমে গতকাল ব্র্যাক ব্যাংক বিনিয়োগকারীদের জানায়, স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারের কাছে শেয়ার বিক্রির বিষয়টি চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে আইনি বাধ্যবাধকতা পরিপালন করার বিষয় রয়েছে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শেয়ারের দর নিয়ে আলোচনাও করতে হবে এবং সুনির্দিষ্ট পরিমাণ শেয়ার বিক্রির জন্য চুক্তি করতে হবে। সর্বোপরি এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে নিয়ন্ত্রক সংস্থার যেসব শর্ত রয়েছে, সেগুলোও পরিপালন করতে হবে।এদিকে ব্র্যাক ব্যাংক ও বিকাশের একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারের বিষয়ে এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে ছয়-সাতটি বিদেশী প্রতিষ্ঠান বিকাশের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হওয়ার জন্য আগ্রহ দেখিয়েছে। এর মধ্যে যাদের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য মনে হবে, তাদের সঙ্গেই চূড়ান্ত চুক্তি করা হবে।http://bonikbarta.net

স্টক লভ্যাংশের ব্যাখ্যা দিয়েছে ওয়েস্টার্ন মেরিন

২০১৫ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত ও পরবর্তী ২০১৬ হিসাব বছরের জন্য ঘোষিত লভ্যাংশ সংশোধন করেছে ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড লিমিটেড। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে জানা গেছে, ২০১৫ সালের জন্য ১০ শতাংশ ও ২০১৬ সালের জন্য ১২ শতাংশ স্টক লভ্যাংশ সুপারিশ করে কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদ। দুই বছরের লভ্যাংশ এর সঙ্গে যোগ করে প্রকাশ করা হয় ২২ শতাংশ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হবে ২৩ দশমিক ২ শতাংশ।সংশোধিত ঘোষণার ব্যাখ্যায় কোম্পানিটি জানায়, মূল্যসংবেদনশীল তথ্য ঘোষণার সময় তারা দুই বছরের লভ্যাংশ যোগ করে বলেছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বছরের স্টক লভ্যাংশ হিসাব করার সময় প্রথম বছরের পাওয়া বোনাস শেয়ার যোগ হবে বিধায় মোট বোনাস শেয়ারের সংখ্যা আরো বেশি হবে।উদাহরণ হিসেবে, ২০১৫ হিসাব বছরে ১০০ শেয়ারের বিপরীতে ১০ শতাংশ স্টক লভ্যাংশ হিসেবে একজন বিনিয়োগকারী ১০টি শেয়ার পাবেন। পরের বছরের জন্য তিনি ওই ১১০টি শেয়ারের বিপরীতে ১২ শতাংশ স্টক লভ্যাংশ হিসেবে পাবেন ১৩ দশমিক ২টি শেয়ার। এ হিসাবে ২ বছরে ১০০ শেয়ারের বিপরীতে একজন বিনিয়োগকারী ২৩ দশমিক ২টি বোনাস শেয়ার পাবেন।http://bonikbarta.net

বিদেশী স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার নিচ্ছে বিকাশ

প্রযুক্তি ও সেবার মানোন্নয়নে বিদেশী স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশের সবচেয়ে বড় মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডার বিকাশ লিমিটেড। ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেডের সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানটি এরই মধ্যে স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারের কাছে কিছু শেয়ার বিক্রির পরিকল্পনার একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করেছে। অবশ্য এখনো এ বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মাধ্যমে গতকাল ব্র্যাক ব্যাংক বিনিয়োগকারীদের জানায়, স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারের কাছে শেয়ার বিক্রির বিষয়টি চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে আইনি বাধ্যবাধকতা পরিপালন করার বিষয় রয়েছে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শেয়ারের দর নিয়ে আলোচনাও করতে হবে এবং সুনির্দিষ্ট পরিমাণ শেয়ার বিক্রির জন্য চুক্তি করতে হবে। সর্বোপরি এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে নিয়ন্ত্রক সংস্থার যেসব শর্ত রয়েছে, সেগুলোও পরিপালন করতে হবে।http://bonikbarta.net

যুক্তরাষ্ট্রে শার্ট ও ট্রাউজার রফতানিতে ৮ মাসে আয় কমেছে ৮ শতাংশ

গত দুই যুগে পোশাক খাতে বাংলাদেশের রফতানি আয়ের ৮০ শতাংশের বেশি এসেছে মোট পাঁচটি পণ্য থেকে। এগুলো হলো— শার্ট, ট্রাউজার, জ্যাকেট, টি-শার্ট ও সোয়েটার। বাংলাদেশে তৈরি এসব পণ্যের সর্ববৃহত্ একক বাজার হলো যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির হালনাগাদ পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছরের আট মাসে বাংলাদেশ থেকে মার্কিন বাজারে শার্ট ও ট্রাউজার রফতানি কমেছে ৮ শতাংশের বেশি।যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের অধীনস্থ অফিস অব টেক্সটাইলস অ্যান্ড অ্যাপারেলসের (ওটিইএক্সএ) পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত আট মাসে দেশটিতে সব ধরনের পোশাক রফতানিতে বাংলাদেশের আয় হয়েছে ৩৫০ কোটি ৬৭ লাখ ৯৪ হাজার ডলার৷ গত বছরের একই সময়ে আয় হয়েছিল ৩৭১ কোটি ৬৫ লাখ ৩৩ হাজার ডলার৷ এ হিসাবে আট মাসে মার্কিন বাজারে পোশাক পণ্য রফতানি থেকে বাংলাদেশের আয় কমেছে প্রায় ৬ শতাংশ।http://bonikbarta.net

বৈশ্বিক অর্থনীতির পুনরুদ্ধারে অন্তরায় দুর্বল উৎপাদনশীলতা

পাঁচ বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বিস্তৃত ও শক্তিশালী উত্থান প্রত্যক্ষ করছে বিশ্ব অর্থনীতি। কিন্তু উৎপাদনশীলতায় দুর্বল প্রবৃদ্ধির কারণে বিশ্ব অর্থনীতির উত্থান বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সম্প্রতি মার্কিন গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের গবেষকরা তাদের ট্র্যাকিং ইনডেক্সে দেখিয়েছেন যে, বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিচক্রে উত্থান অব্যাহত রয়েছে এবং এ ধারা কেবল বছরের বাকি সময়ে নয়, বরং ২০১৮ সালেও অব্যাহত থাকবে। খবর ফিন্যান্সিয়াল টাইমস।প্রকৃত অর্থনীতি, আস্থা ও আর্থিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে প্রণীত ব্রুকিংসের ট্র্যাকিং ইনডেক্স প্রায় পাঁচ বছরের সর্বোচ্চ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে৷ কিন্তু এক দশক আগে আর্থিক সংকট শুরুর সময়ের তুলনায় সূচকের অবস্থান এখনো অনেকটাই নিচে৷ ফলে বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখা এবং আরেকটি পতন ঠেকাতে আরো বেশি অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।http://bonikbarta.net

নভেম্বরে রফতানি বাড়াবে সৌদি আরব

আগামী নভেম্বর নাগাদ অপরিশোধিত জ্বালানি তেল রফতানি প্রাক্কলনের তুলনায় আরো কমিয়ে আনছে পণ্যটির শীর্ষ রফতানিকারক দেশ সৌদি আরব। মূলত আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় তুলতে পণ্যটির রফতানিকারকদের জোট অর্গানাইজেশন অব পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজভুক্ত (ওপেক) দেশগুলোর উত্তোলন হ্রাসসংক্রান্ত চুক্তির শর্ত বাস্তবায়নে প্রাক্কলনের তুলনায় রফতানি কমানোর এ উদ্যোগ নিয়েছে সৌদি আরব। তবে বর্তমানের তুলনায় নভেম্বরে পণ্যটির রফতানি বাড়ছে। দেশটির জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। খবর রয়টার্স ও অয়েল প্রাইস ডটকম।http://bonikbarta.net

পর্যাপ্ত মূলধন রাখেনি আট মার্চেন্ট ব্যাংক

আইন অনুযায়ী পর্যাপ্ত মূলধন রাখেনি আটটি মার্চেন্ট ব্যাংক। পর্যাপ্ত মূলধন না থাকায় মার্চেন্ট ব্যাংকগুলো ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় পিছিয়ে পড়ছে। তাছাড়া আইন অমান্য করার প্রবণতা তৈরি হচ্ছে মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোর মধ্যে। বাজার সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পর্যাপ্ত মূলধন না থাকায় মার্জিন ঋণের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারছে না মার্চেন্ট ব্যাংকগুলো। ফলে তারা সরকারের কাছ থেকে নানাভাবে সুবিধা নিতে চাইছে। অথচ নিজেরা মূলধন বাড়াচ্ছে না।সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন বিধিমালা (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) অনুযায়ী, পূর্ণাঙ্গ মার্চেন্ট ব্যাংককে অন্তত ২৫ কোটি টাকা পরিশোধিত মূলধন রাখতে হবে।http://www.ittefaq.com.bd